দৈনিক খবর

তারিখ 13 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

183

প্রাথমিক শিক্ষার পথে অন্তরায়

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমস্যার জট থেকে মুক্ত করতে না পারলে শিক্ষার মান অথবা শিক্ষার হার কোনটাই বৃদ্ধি পাবে না। অথচ প্রায় প্রতিদিনই প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবস্থা সম্পর্কে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, বহু এলাকা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনার পরেও বিপুলসংখ্যক স্কুল গমনোপযোগী শিশু স্কুলে যেতে পারছে না। এক সহযোগী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, কুমিল্লা জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী আজ পাঁচ মাস ধরে চালু হলেও এই জেলার ৩ লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি। বলা বাহুল্য যে, সারাদেশ জুড়ে এ রকম লাখ লাখ শিশু রয়েছে– যারা স্কুলে পড়ার বয়স হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না বা ভর্তি হলেও আর্থ–সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক কারণে স্কুলে ক্লাস করতে পারছে না।

বস্তুতঃ স্কুলে ভর্তি হতে না পারা অথবা ভর্তি হয়েও নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষার কোন না কোন পর্যায়ে স্কুল পরিত্যাগ করা– এসব নানাবিধ কারণে দেশের লাখ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ লাভে ব্যর্থ হচ্ছে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা এক মস্তবড় দুর্বলতা। কিন্তু সমস্যার এখানেই শেষ নয়। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে। যেমন অনেক এলাকায় স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের তুলনায় হয়তো শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ স্কুল নেই। আবার স্কুল থাকলেও হয়তো প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। বহু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলোতে শিক্ষকের অভাব ছাড়াও রয়েছে বেঞ্চ, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড ও নানা প্রকার শিক্ষা উপকরণের অভাব। এ ছাড়া এমন অনেক স্কুল আছে যেগুলোর অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে নয়তো বেড়া অথবা দরজা–জানালা নেই। এমনকি কোথাও কোথাও স্কুলগৃহটি পর্যন্ত নেই। ধার করা অন্যের কোন গৃহে নয়তো কোন গাছের তলায় ক্লাস হয়। খারাপ আবহাওয়ায় বহুদিন ক্লাস বন্ধ থাকে এমন ঘটনাও একেবারে বিরল নয়।

অথচ জাতীয় স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম– এ কথা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার মান এবং হার বাড়াতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল সমস্যার সুরাহা করতে হবে। উল্লেখিত সমস্যাগুলোকে জিইয়ে রেখে কোনভাবেই সম্ভব নয় সরকারের শিক্ষা বিস্তার নীতি বাস্তবায়িত করা। সরকার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, বিলম্বে হলেও এ পদক্ষেপটি প্রশংসনীয় সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। কিন্তু কিছু বাস্তব সমস্যার জন্যে যদি সরকারের সেই কর্মসূচী বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে এর আসল উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যাবে নাকি?

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রায়ই যে সমস্ত খবর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হতে দেখা যায় তাতে এ সম্পর্কে হতাশ না হয়ে পারা যায় না। কেননা, প্রতিটি খবরেই এমন সব সমস্যার কথা লেখা থাকে যেগুলো জিয়ে থাকা অবস্থায় সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক শিক্ষকের অভাবের কথাই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে শিক্ষকের। স্কুলে যদি শিক্ষক না থাকেন তাহলে ছাত্রদের স্কুলে যাওয়া না যাওয়া সমান কথা। শিক্ষকের অভাবে ছাত্রদের পড়াশোনা ব্যাহত হবে এতো অতি স্বাভাবিক। অথচ বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষকের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগে আছে। এমনিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক নেই। এর ওপর শিক্ষকের কোন পদ যদি কোন কারণে একবার শূন্য হয় তাহলে সেই পদ সহজে পূরণ করা হয় না। মাসের পর মাস বা ক্ষেত্র বিশেষে বছরের পর বছর ধরে সেই পদ শূন্য থাকে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে এ প্রসঙ্গে তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের মোট শূন্য পদের সংখ্যা ৮ হাজার ৩শ' ৫৮টি।

প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষকদের হাজার হাজার পদ শূন্য রেখে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করা কি সম্ভব? আমরা মনে করি, তা কিছুতেই সম্ভব নয়। শুধু শিক্ষক বলে কোন কথা নয়, অপরাপর সমস্যাগুলোর প্রশ্নেও আমাদের প্রায় একই কথা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে স্কুল গমনোপযোগী প্রতিটি শিশুকেই সময়মত স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা পাকা করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি শিশুর স্কুল গমন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। একই লক্ষ্যে গ্রহণ করতে হবে অন্যান্য ব্যবস্থাও। যেমন শিক্ষকের অভাব পূরণসহ বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ারের অভাব পূরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। জরাজীর্ণ স্কুলগৃহ সংস্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে– এবং এসব ব্যবস্থা নিতে হবে শিক্ষা ও জাতির সামগ্রিক স্বার্থেই। সেজন্যেই আমরা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সকল প্রকার সমস্যার জট থেকে মুক্ত করার পক্ষপাতী।